দৈনিক বাংলা

84

তারিখ 08 FEB 1990
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 2

৩৬

ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা জাল ঃ তিন অধ্যাপক সহ ৬ জন গ্রেফতার

।। নিজস্ব সংবাদদাতা ।।

কুমিল্লা, ৭ই ফেব্রুয়ারী।– চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা জালিয়াতির চাঞ্চল্যকর ঘটনা গতকাল রাতে কুমিল্লায় হাতেনাতে ধরা পড়েছে। তিনজন কলেজ অধ্যাপক ও একজন ছাত্রী সহ অপরাধী চক্রের ৬ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত অধ্যাপক রেহানউদ্দিনসহ চারজন – দৈনিক বাংলা

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার রাতে শহরের পৌর-পার্ক সংলগ্ন একটি পুরাতন ভবনের একটি কক্ষে বসবাসরত একজন অধ্যাপকের বাসস্থানে স্নাতক পরীক্ষার খাতায় নতুন উত্তর লেখার সময় পুলিশ পরীক্ষার্থিনী একটি কলেজের ছাত্রী ফৌজিয়া পারভীনকে (যার পরীক্ষার রোল নং ১৪১৮৩; কেন্দ্র ভিক্টোরিয়া কলেজ) কে গ্রেফতার করে। এ কক্ষে অবস্থানরত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষার সমাজ কল্যাণ বিষয়ের পরীক্ষক কুমিল্লা অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেহান উদ্দিনকেও পুলিশ গ্রেফতার করে। এ সময় সেখানে উপস্থিত উক্ত ছাত্রীর

(৩–এর পৃঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার খাতা জাল

(প্রথম পৃঃ পর)

ভগ্নিপতি ও অপর এক ব্যক্তি যথাক্রমে তাজুল ইসলাম ও মোবারক হোসেনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ময়নামতি কলেজের অধ্যাপক বাশার খান এবং তাদের সহযোগী লালমাই কলেজের অধ্যাপক কানন চন্দ্র সাহাকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক বাশার খানও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ বিভাগের একজন পরীক্ষক। উক্ত ছাত্রীর খাতাটি বাশার খানের নামে বরাদ্দকৃত ছিল। তাছাড়া রেহান উদ্দিন ও বাশার খান পরস্পর পরীক্ষার খাতা আদান-প্রদান করতেন। তারা দুজনই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বছর সমাজ কল্যাণ বিষয়ে স্নাতক খাতা পেয়েছেন।

পুলিশ অভিযানকালে উক্ত অধ্যাপকের কাছ থেকে উত্তর পত্র উদ্ধার করে। এসব উত্তর পত্রের মধ্যে অনেকগুলোর কভার পৃষ্ঠা ছেঁড়া, কোনোগুলোয় কেন্দ্রের সীল নেই। গ্রেফতারকৃতদের কাছ থেকে বহু কাগজপত্র পুলিশ উদ্ধার করেছে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কর্মচারী–কর্মকর্তা জড়িত রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। দীর্ঘ দিন যাবৎ এ অপরাধী চক্র টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার খাতায় নতুন করে লেখা এবং পাস করিয়ে দেয়ার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিল বলে পুলিশ ধারণা করে। এ ব্যাপারে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।